২৭। বাজেয়াপ্তযোগ্য পণ্য আটক।— (১) [১][সহকারী কমিশনার এর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার] নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা বাজেয়াপ্তযোগ্য যে কোন পণ্য আটক করিতে পারিবেন এবং যে ক্ষেত্রে উক্ত পণ্য আটক করা সম্ভব নহে, সেক্ষেত্রে তিনি উক্ত পণ্যের মালিক বা উক্ত পণ্য যে ব্যক্তির দখলে বা তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে সে ব্যক্তিকে উক্ত কর্মকর্তার প্রাক-অনুমতি ব্যতীত উক্ত পণ্য অপসারণ, হস্তান্তর বা প্রকারান্তরে বিলিবন্দেজ না করার নির্দেশ দান করিতে পারিবনে [২][ঃ]

[৩][তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার অধীন কোন নিবন্ধিত ব্যক্তির পণ্য আটক করা হইলে, উক্ত পণ্যের ন্যায়নির্ণয়ন অনিষ্পন্ন থাকা অবস্থায় (Pending adjudication), বিধিতে উল্লিখিত কর্মকর্তা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও শর্তাধীনে আটককৃত পণ্য উক্ত নিবন্ধিত ব্যক্তি বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুকূলে অন্তবর্তীকালীন ছাড় প্রদান করিতে পারিবেন।]

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে আটককৃত পণ্যের প্রস্তাবিত বাজেয়াপ্তকরণের কারণ উল্লেখ করিয়া পণ্য আটককরণের তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে পণ্যের মালিকের উপর কারণ দর্শাও নোটিশ জারী করিতে হইবে এবং তাহাকে আনীত অভিযোগের বিরুদ্ধে লিখিত জবাব দাখিল করার সুযোগ এবং যদি তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহা হইলে ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার মনোনীত কৌসুলীর মাধ্যমে শুনানির সুযোগ প্রদান করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, [৪][কমিশনার], কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, উপরি—উক্ত দুই মাস মেয়াদ অনধিক দুই মাসের জন্য বর্ধিত করিতে পারিবেনঃ

আরও শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে পণ্যের মালিক বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পণ্য বাজেয়াপ্তির বা অর্থদন্ডের আদেশ দেওয়া হয় এবং উক্ত মালিক বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কারণ দর্শাও নোটিশ ব্যতিরেকে প্রদত্ত উক্ত আদেশের রিরুদ্ধে আপীল করার অধিকার ক্ষুন্ন না করিয়া, আদেশটি পালন করিতে লিখিতভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন, সেক্ষেত্রে উক্ত আদেশের প্রতি এই উপ-ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) যে ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন আটককৃত কোন পণ্যের মালিকের উপর পণ্য আটকের দুই মাসের মধ্যে অথবা, ক্ষেত্রমত, কমিশনার কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যে উপ-ধারা (২) অনুযায়ী কারণ দর্শাও নোটিশ জারী করা না হয় সেক্ষেত্রে উক্ত পণ্য যে ব্যক্তির দখল হইতে আটক করা হইয়াছিল সেই ব্যক্তিকে ফেরত দিতে হইবে।

---

[১]। অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৫৪ বলে ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (১) এর "কমিশনার অথবা বিভাগীয় কর্মকর্তার" শব্দগুলির পরিবর্তে "সহকারী কমিশনার এর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[২]। অর্থ আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের .... নং আইন) এর ধারা ৬(৯) বলে দাঁড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত।

[৩]। অর্থ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ...(৭) বলে শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত।

[৪]। অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৮(১) বলে "কালেক্টর" শব্দটির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।